



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.110-115

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা: একটি পর্যালোচনা

অরূপ কুমার হালদার

আমন্ত্রিত লেকচারার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Morality and values are the basic foundation of an ideal orderly developed society and state. If moral education and values are not properly inculcated in the child at the early stage of the society, then the social foundation will be weakened and the social balance will be destroyed thereby leading to social degradation. If we take a look at the current social system, we will see that there is a constant competition among the parents to keep up with the progress of modern civilization. In this competition, people are being driven by greed, lust, lust and desire to put their children first is becoming increasingly unethical. As a result of this, an atmosphere of unrest is being observed in every field of family, society and state. That is, social stability is being hampered. Following some long-standing norms and practices have been liberating our society from this turbulent environment. By being respectful and aware of all these customs and traditions, it is possible to build a harmonious ideal society.

For this it is necessary to form good character of the child through moral education and development of humanity at the initial stage of social formation. At this stage the child acquires special qualities like manners, affection, love, humility, philanthropy from within his family. And at the next stage we need to teach human rights, duties and principles as well as moral values in the curriculum from primary school to university. For example, ideas of great men should be taught, moral values, stories, poems etc. should be included in the curriculum, and various patriotic subjects should be taught to them. As a result, children can easily judge what is right and wrong, right and wrong, good and bad in every aspect of social development; which will make the child moral and idealistic. An ideal orderly developed society and state will be formed by the combination of this moral and ideal child.

Key words: Moral Education, Ethics, Values, Children, Society, State and Politics.

ভূমিকা: ভারতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ এবং বিবিধ সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আলাদা-আলাদা ভাষা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, চারিত্রিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব স্থাপনের কাজ করে চলেছে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কিছু প্রথা, নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। অর্থাৎ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায়

রাখার ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের সহজাত গুণাবলী এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই দুটি শব্দের মধ্যে দিয়ে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলেও একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার সুবাদে সজ্ঞানেই নিজস্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কিছু অঘোষিত নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং তা মেনে চলে। যা মানুষের জীবনের চলার পথে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেও প্রভাবিত করে। অন্যদিকে মানুষ তার জীবনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং বিচারবোধের দ্বারা সমাজের কোন বিষয় সম্পর্কে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ বিচার করে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাকেই মূল্যবোধ বলা। এই নৈতিক শিক্ষা মূল্যবোধ মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে এবং মানবিকতার জন্ম দেয়। এই মানবিকতা বা মনুষ্যত্বই হচ্ছে কল্যাণময় সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি।

সমাজে চলার পথে একটি কথা খুব প্রচলিত যে মানুষটি শিক্ষিত কিন্তু তার মনুষ্যত্ব নেই বা ব্যবহার ভালো না। অর্থাৎ সমাজে ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্ব রয়েছে যেটি পুঁথিগত বিদ্যা থেকে আলাদা হলেও নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ শিক্ষিত হলেও অনেকে নৈতিক বোধ সম্পন্ন হয় না। এক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক যেমন ‘বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন, বিদ্যা আবরণে আর, শিক্ষা আচরণে।’ তাই আমরা আজ পর্যন্ত যত মহামানব এবং মনি-ঋষিদের সম্পর্কে জেনেছি তারা প্রত্যেকেই সৎচরিত্রবান, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এবং তারা প্রত্যেকেই মানব সমাজের উন্নয়নের কাজেই নিজের জীবন অতিবাহিত করার ফলে অমরত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি যদি ভালো ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় এবং সামাজিক কল্যাণে নিজেকে অতিবাহিত করতে পারে তবে তিনি সমাজে পূজিত হবে। যেমন- বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, এপিজে আবদুল কালাম এছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব।

আজ থেকে কিছু বছর আগে সমাজে অর্থশালী না হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ, গণ্যমান্য, জ্ঞানী, শিক্ষিত পন্ডিত ব্যক্তির সাক্ষর সম্মান পেতেন। এবং তারা মানুষকে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার এবং ভালো মানুষ হওয়ার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু বর্তমানে এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছে অর্থাৎ জ্ঞানীশুণী, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির অবহেলিত হচ্ছে এবং অর্থশালীর সম্মান পাচ্ছে। অর্থাৎ নৈতিকতাহীন ঘুষখোর, সুদখোর, দুর্নীতিপরায়ণ, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তিরই সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর জন্য দায়ী হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিগত পরিবার, বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিগত পরিবার, পাড়া বা সমাজ অর্থাৎ কোন পরিবেশে শিশুটি বেড়ে উঠছে; এছাড়াও বিদ্যালয়, বন্ধুগোষ্ঠী, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। মানুষের অন্তরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জাগরণের প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে তার পরিবার। আমরা সকলেই জানি মানুষ হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীব। এই সমাজ গঠনের প্রাথমিক উপাদান হলো পরিবার। আবার কতগুলি পরিবার নিয়েই সমাজ গঠিত হয় এবং এই সকল সামাজিক সংগঠনের সম্মিলিত রূপ হচ্ছে রাষ্ট্র বা দেশ। এই রাষ্ট্র বা দেশ পরিচালনার জন্য সমাজ থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই পরিবারকে সামাজিক ভিত্তি বলা যেতে পারে। এবং এই পরিবারের প্রধান ইউনিট হচ্ছে পিতা-মাতা। একটি শিশু জন্মের পর পরিবারের মধ্যে বিশেষ করে মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে এবং শিশুটি

ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে শৈশবে পারিবারিক শিক্ষক হিসেবে মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য সঙ্গত কারণেই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন “আমাকে একটি শিক্ষিত ‘মা’ দাও, আমি তোমাকে একটি ‘শিক্ষিত জাতি’ উপহার দেব”। আবার শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শৈশবকালে শিশুরা পরিবারের মধ্যে যাদের সঙ্গে অধিক সময় কাটায় তাদের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। এবং পরিবারের সকল বিষয়ের সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

একটি পরিবারে পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধরন অনুযায়ী শিশুর চরিত্র গঠিত হয়। অর্থাৎ পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, স্নেহ, ভালোবাসা ক্রোধ, পরোপকারিতা, পরের ক্ষতিসাধন, ভদ্রতা, নম্রতা, সৎ চরিত্র গঠনের শিক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার একটি শিশুকে সৎ ও নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করতে পারে। একটি শিশু শৈশব কাল থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঠিক নির্দেশনা এবং বাহ্যিক আচার-আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রেই অনুধাবন করা সম্ভব।

কোন কারণে পরিবারের দ্বারা শৈশবের এই সমস্ত সহায়ক উপাদানের ব্যাঘাত ঘটলে শিশু অনৈতিক, মূল্যবোধহীন অমানুষে পরিণত হয়। অর্থাৎ পরিবার স্বৈরাচারী হলে শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলস্বরূপ শৈশবকাল থেকে শিশুর মধ্যে কোন বিষয়ে আগ্রহের অভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সঠিক সিদ্ধান্ত ও সাহসিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ এই স্বৈরাচারী পিতা-মাতা নিজের ব্যর্থতার বিষয়টি শিশুর মাধ্যমে জয়লাভ করতে চাই ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুর অনিচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করে থাকে এবং শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ সমাজ বা দেশের উন্নতি বা অগ্রগতির অনেকাংশেই সেই দেশের বসবাসকারী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভরশীল।

আবার শিশুর মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সৃষ্টির ক্ষেত্রে বন্ধুগোষ্ঠী, আধ্যাত্মিকতা, বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ‘সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ’ অর্থাৎ সমাজে চলার পথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ খুব সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্য বোধ জাগরিত হয়েছে ফলে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করা থেকে বিরত থেকেছে।

কিন্তু বর্তমানে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ, বাবা লোকনাথ, সাই বাবা আরো অন্যান্য বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যারা মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্যই সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এবং মানব সমাজের জন্য বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছিলেন যেগুলি সমাজের প্রতিটি মানুষ মেনে চললে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধযুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু আমরা তাদের নীতি তথা উপদেশ গুলোকে নিজ নিজ জীবনে অবলম্বন করার পরিবর্তে তাদেরকে মন্দিরে পূজো করছি। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে সমাজে প্রচলিত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবগত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মধ্যে দিয়ে সুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যা শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের সহায়ক।

অন্যদিকে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুঁথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকার ফলে তাদের মধ্যে সামাজিকতা, দায়বদ্ধতা, নেতৃত্ব, যুক্তিবোধ এবং সঠিক বিষয়কে বিচার করার ক্ষমতা জন্মায়। এই পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হলে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণতাও পরিলক্ষিত হবে। তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে এই পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি কিভাবে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা শিশুদের মনে জাগরিত হবে? এর জন্য আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে প্রাথমিকভাবে মানুষের অধিকার, কর্তব্য ও নীতির পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। যেমন মহাপুরুষদের দেব বাণী পড়াতে হবে, নৈতিক মূল্যবোধের গল্প, কবিতা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, দেশাত্মমূলক বিভিন্ন বিষয় তাদের শেখাতে হবে। এছাড়াও সহযোগী বিষয় হিসেবে অঙ্কন, শরীরচর্চা, গান, নাটক মঞ্চস্থ করণের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষাকে কোন উদ্দেশ্য মুখী পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ না করে মানব চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমরা একটি প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছি এবং প্রত্যেকেই চাইছি প্রথম হতে। এই কারণেই হয়তো নিজের অপরিণত শিশুকে পিতা-মাতা, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে পৃথক করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হোস্টেল বা বোর্ডিংয়ে ভর্তি করছি। এবং নিজের অজান্তেই শিশুদের শৈশব, মাতৃস্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা, নৈতিকতা, ন্যায়-নীতি, সামাজিক জ্ঞান, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছি। এর ফলস্বরূপ তারা উচ্চশিক্ষিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভালো মানুষ হতে পারছে না। এবং সেই কারণেই হয়তো পিতা-মাতার ঠাই হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় বাল্যকালে শিশুদের হোস্টেল বা বোর্ডিংয়ে রাখার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। কারণ আমরা শিশুদের ভবিষ্যতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি করার জন্য বাল্যকালেই পিতা-মাতা, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের স্নেহ মায়া-মমতা, বন্ধুবান্ধব থেকে বঞ্চিত করে বাল্যকাল থেকেই বিধিবদ্ধ এক প্রকার আনুষ্ঠানিক জীবন যাপন করতে বাধ্য করছি। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভবিষ্যতে তারা যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে এক প্রকার একা থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ফলে তারা বৃদ্ধ বাবা-মা থেকে আলাদা থাকতে চায় কারণ তারা তো ছোট থেকে পিতা-মাতার স্নেহ, মায়া-মমতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে থেকেছে; এর ফলস্বরূপ বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত হয়েও নৈতিক ও মূল্যবোধের অভাবে মানুষ বিভিন্ন অপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এবং মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থে তার মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতেও পিছুপা হচ্ছে না; ফলে স্বার্থপরতা, দুর্নীতি পরায়ণ, চাটুকারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ কবি ও ঔপন্যাসিক স্যার উইলিয়াম গোল্ডিং বলেছেন, “মানুষের আদিমতা ও হিংস্রতা সহজাত, সেরকম বুনো পরিবেশ পেলে মানুষ তার সভ্যতার লেবাস খুলে হিংস্র হয়ে ওঠে”। সেই জন্যই হয়তো সর্বদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করার এক অবিরাম প্রতিযোগিতায় নাম লেখাচ্ছে। এর ফলে মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে যতটা আগ্রহী ও তৎপর হচ্ছে তেমনই সকলের ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে একপ্রকার অনীহা বা উদাসীনতা দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ তারা সংকীর্ণ স্বার্থ থেকে বেরিয়ে সার্বজনীন উন্নতমানের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি তুলছে পারছে না। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একপ্রকার ঐকের অনীহা দেখা দিচ্ছে ফলে

সমাজে উঁচু-নিজ, জাতপাত, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ বৈষম্য বেড়েই চলেছে। এবং পৃথক সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনের দাবি উঠছে। এই আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিজেরাই নিজের দেশের মানুষের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। এই কারণেই হয়তো প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে বিভিন্ন দুর্নীতির খবর যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি। এই সমস্ত দুর্নীতির ফলে প্রতিনিয়তই যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং অযোগ্যরা লাভবান হচ্ছে। এই কারণে শিক্ষক সঠিকভাবে শিক্ষাপ্রদান করতে পারছে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন হচ্ছে না। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না, সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না এবং সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসছে।

এই মূল্যবোধহীন, অনৈতিক সমাজ থেকে যখন কোন ব্যক্তি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করবে তখন তাদের মধ্যেও সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে।

অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি শিক্ষিত কিন্তু অনৈতিক অসৎ পরিবার থেকে উঠে আসে তাহলে তার দ্বারা কখনোই নৈতিক রাষ্ট্র বা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই জনপ্রতিনিধিরা যখন সমাজ তথা দেশের চালিকাশক্তি হয়ে উঠে তখন তারা নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নত পরিকাঠামোর উপর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তারা মানুষের স্পর্শকাতর জায়গাকে হাতিয়ার করে সামাজিক ভিন্নতার সৃষ্টি করতেও পিছুপা হয় না। এর ফলস্বরূপ সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এবং আদর্শ সৃষ্টি সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। তাই রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে একটি জনপ্রতিনিধিকে অবশ্যই পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে; এর পাশাপাশি রাষ্ট্রশাসনদের জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তবেই একটি উন্নত ও নৈতিক রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তি কোন কাজেই সফলতা পেতে পারেনা। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র বা সমাজ উন্নত বা অনুন্নত হওয়ার পেছনেও রয়েছে জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সদ্ব্যবহার অভাব।

আবার এই মূল্যবোধহীন, অনৈতিক সমাজ থেকে যখন কোন শিক্ষক, ডাক্তার, প্রশাসক, বিচারক বা অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন তারাও নিজস্ব পদোন্নতি তথা সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, তেমনি ন্যায়বিচার, সু-চিকিৎসা, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সেই কারণেই হয়তো যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রশাসক হওয়ার কথা তারাই আজ ঘুষখোর, অসৎব্যবসায়ী, চোরাচালানকারী, সন্ত্রাসবাদি বা দেশদ্রোহী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ যাদের আজ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তারাই সমাজ বা দেশের অবক্ষয়ের মূল কারণ হিসেবে পরিগণিত।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছি বর্তমান প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং অনলাইন সপিং এর অত্যাধিক ব্যবহার করার ফলে তারা বাস্তব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মোবাইলের জগৎ অর্থাৎ সামাজিক মাধ্যমে অতি সক্রিয় হয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষে মানুষে কথোপকথন, আলাপচারিতা ও সামাজিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং সামাজিক

ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে তেমনি নৈতিক মূল্যবোধহীন একপ্রকার যান্ত্রিক মানুষ তৈরি হচ্ছে যা সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক।

এই সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য আমাদের পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা করা প্রয়োজন। কারণ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি কোন সময় অপরাধের সঙ্গে সমঝোতা করে না। তারা সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাই সমাজের প্রতিটি শিশুকে যদি পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় তাহলে সমাজ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও নীতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে এবং মূল্যবোধের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে। এর ফলে এই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এই আদর্শ সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলবে; এবং একইসঙ্গে সেই রাষ্ট্র বা দেশকে জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করতে হবে; যেমন- যোগ্যতা অনুযায়ী কাজকর্ম পাওয়ার সুবিধা প্রদান যার ফলে মানুষ সহজেই তার অন্য-বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে পারে। এছাড়াও রাষ্ট্রকে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবহনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ফলে সামাজিক অপরাধের প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হবে।

অতএব আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে পুঁথিগত শিক্ষা পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ মানুষকে একটি সুশৃংখল ও আদর্শ সমাজ গঠনে উৎসাহিত করে। একটি জাতি যত বেশি নৈতিক ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে তারা তত বেশি নিজস্ব সামাজিক সাংস্কৃতিক গতি প্রকৃতির অবস্থানকে সুসংগত করতে পারবে। এবং তারা সবসময় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবে এবং অন্যায় কার্য থেকে বিরত থাকবে। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা। তাই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম চালু করতে হবে। এর ফলে সুনামগরিক প্রতিষ্ঠা হবে। এবং সুনামগরিকদের নিয়ে গঠিত হবে একটি আদর্শ নৈতিক সুশৃংখল সমাজ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- 1) দত্ত, উজ্জ্বল, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সমসাময়িক বাস্তবতা, নাগরিক সংবাদ, প্রথম আলো, অক্টোবর ০৯, ২০১৯
- 2) নবীন প্রজন্মের মূল্যবোধের অবক্ষয় এখন সর্বত্র, ব্যতিক্রম উত্তরবঙ্গও, আনন্দবাজার পত্রিকা, আগস্ট ২৪, ২০১৯
- 3) বানু, নাফিসা, মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারি ১৫, ২০২২
- 4) নৈতিকতা মূল্যবোধ ও অবক্ষয়, নয়্যা দিগন্ত, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৯।
- 5) নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ - SATT ACADEMY.
- 6) মোদক, সুভাষ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সমসাময়িক বাস্তবতা, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ ২০২১; (১)৭: ২১৫-২১৭
- 7) নাহার জেমি, নাজমুন, ছাত্র জীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা প্রয়োজন, আগস্ট ০৮, ২০২১
- 8) এছাড়া অন্যান্য..